গাংনীতে দুটি ট্রান্সফরমার চুরি, দুশ্চিন্তায় কৃষক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ পাম্পের দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে।

ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় স্কিমের আওতায় থাকা ফসল নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।

বুধবার (৬ মে) রাতের কোনো এক সময় গাংনীর রামনগর ও চরগোয়াল গ্রামের মাঠ থেকে পৃথকভাবে দুটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়।

রামনগর গ্রামের কৃষক খলিল জানান, সেচ পাম্পে থাকা ট্রান্সফরমারটি রাতে চোরেরা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যায়।

সকালে জমিতে সেচ দিতে গিয়ে তিনি দেখেন বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পরে খুঁটির দিকে তাকিয়ে দেখেন ট্রান্সফরমারের সংযোগ তার বিচ্ছিন্ন।

নিচে পড়ে আছে ট্রান্সফরমারের ভেতরের তেল ও অন্যান্য সামগ্রী। তিনি বিষয়টি বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসে জানিয়েছেন। অপরদিকে চরগোয়াল গ্রামের কৃষক জাকির হোসেনের সেচ পাম্পের ট্রান্সফরমারটিও চুরি হয়েছে।

জাকির হোসেন বলেন, “আমার ট্রান্সফরমারটি লোহার শেকল ও রড দিয়ে মজবুত করে বাঁধা ছিল। তারপরও চোরেরা সেটি খুলে নিয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না। দ্রুত চোরদের আইনের আওতায় না আনলে মাঠ ফাঁকা হয়ে যাবে।”

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বামন্দী জোনাল অফিসের এজিএম (কম) সৌমিক জানান, রামনগর ও চরগোয়াল এলাকা থেকে দুটি ট্রান্সফরমার চুরির খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, ট্রান্সফরমার চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীর সাহারবাটি ইউপিতে ক্রীড়া সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদে খেলাধুলার সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এডিবি’র অর্থায়নে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল, ভলিবল এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, সাহারবাটি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল সরবরাহ করা হয়েছে এবং এলাকার বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত মানের হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, এডিবি’র প্রতিনিধি কামরুল হাসান, ইউপি সদস্য বাশিরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, আব্বাস আলীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকরা।

সুমাইয়া খাতুন নামে এক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মা বলেন, “আমার মেয়ে চলাফেরা করতে অনেক কষ্ট পায়। হুইলচেয়ারটি পেয়ে অনেক উপকার হলো। এখন তাকে সহজে যাতায়াত করাতে পারব।”

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারা বলেন, “কেউ পিছিয়ে থাকবে না এই লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার, ফুটবল ও ভলিবল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিষ স্প্রে মেশিন ও

আরসিসি পাইপও বিতরণ করা হয়েছে।”

গাংনীর বামন্দীতে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রেড লাইসেন্স না থাকা এবং ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করাই দুই ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় অভিযানকালে এ জরিমানা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক (অ. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গাংনী উপজেলায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ ধারা অনুসারে ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মূল্য তালিকা না থাকার কারণে হায়বাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৫ হাজার টাকা ও মাসুম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এ সময় অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার প্রদান-সংরক্ষণ করা, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জন্য এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান চালমান থাকবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরিবারে সহায়তার হাত বাড়ালেন গাংনীর ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভ্যানচালক আব্দুল লতিবের পরিবারের দুর্দশার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

মঙ্গলবার বিকেলে ইউএনও আনোয়ার হোসেন নিজে আব্দুল লতিবের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং তাদের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ ১০ হাজার টাকা তুলে দেন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে লতিবের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি চুরি হয়ে যায়। পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে তিনজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় তারা চরম মানবিক সংকটে পড়ে এবং অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকে। এ ঘটনায় স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে।

ইউএনও আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংবাদটি দেখেই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্যোগ নিয়েছি। অসহায় এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। ভবিষ্যতে তাদের জন্য স্থায়ীভাবে কিছু করার চেষ্টা থাকবে।”

এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ফারুক হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সহায়তা পেয়ে আব্দুল লতিব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ। এতে আমাদের পরিবার উপকৃত হলো।”

স্থানীয়রা জানান, প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও

পরিবারটির স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য একটি নতুন ভ্যান বা আয়বর্ধক সহায়তা প্রদান জরুরি।

গাংনীতে ফ্রিজ কিনে মিলল ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মার্সেলের ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার জিতেছেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা মো. মিঠুন আলী।

মঙ্গলবার দুপুরে বামন্দী বাজারে এক আয়োজনের মাধ্যমে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ সময় তার স্ত্রী রিয়া খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাজ ইলেকট্রনিকসের স্বত্বাধিকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন জনপ্রিয় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান ও অভিনেতা আবু হেনা রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মার্সেল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

পুরস্কারপ্রাপ্ত মিঠুন আলী জানান, তিনি গত মাসে বামন্দী বাজারের তাজ ইলেকট্রনিকস থেকে ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে একটি মার্সেল ফ্রিজ ক্রয় করেন। পরে মোবাইল ফোনে একটি বার্তার মাধ্যমে জানতে পারেন, তিনি ৫০ হাজার টাকার গিফট ভাউচার পেয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রথমে বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে নিশ্চিত হয়ে পরিবারের সদস্যদের জানাই। আজ প্রিয় শিল্পী আবু হেনা রনির হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে সত্যিই খুব ভালো লাগছে।

গাংনীর কাথুলীতে ঘরের বেড়া ভেঙে মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে গভীর রাতে ঘরের বেড়া ভেঙে একটি অ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রামকৃষ্ণপুর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে বসবাসকারী জুয়েল রানা (২৮), পিতা জাহিদুল ইসলামের একটি অ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল (নম্বর: টাঙ্গাইল ল-১১-৭৭১৮) নিজ বাড়ির একটি কক্ষে রাখা ছিল। মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ৩টার দিকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ঘরের বেড়া ভেঙে মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী জুয়েল রানা জানান, রাতে মোটরসাইকেলটি ঘরের ভেতরে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন ঘরের বেড়া ভাঙা এবং মোটরসাইকেলটি নিখোঁজ। পরে তিনি বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও মোটরসাইকেলটির কোনো সন্ধান পাননি।
তিনি আরও জানান, এলাকায় মাদকের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় অপরিচিত ব্যক্তিদের চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদক কারবারি ও মাদকাসক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এ ধরনের অপরাধ আরও বাড়তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আতঙ্কে রয়েছেন। দ্রুত তদন্ত করে জড়িতদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, আজ সকালে একটি নীল রঙের মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং একটি বিশেষ টিম ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করেছে।

এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার ও মাদকবিরোধী অভিযান বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

গাংনীর কাথুলিতে জমি দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব, ১৪৪ ধারা জারি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী গ্রামে ৫১ শতক জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। এ ঘটনায় আদালতে একাধিক মামলা ও রায় হলেও নতুন করে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগকারী ইলিয়াস হোসেন জানান, প্রায় ৩৫ বছর আগে আরএস ৮১০ ও ৬১০ দাগভুক্ত দুই খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত ৩ বিঘা জমি তিনি ক্রয় করেন। জমিটির মালিকানা পূর্বে মঙ্গল খাঁ থেকে কিনারুন্নেসা, পরে আশরাফুল ইসলামের মাধ্যমে তার কাছে আসে। ক্রয়ের পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ওই জমিতে চাষাবাদ করে আসছেন।

তিনি আরও বলেন, শামসুদ্দিন নামের এক ব্যক্তি সামেদ আলীর দলিল দেখিয়ে জমির দাবি করেন। এ নিয়ে আদালতে মামলা হলে শামসুদ্দিন পরাজিত হন এবং রায় তার পক্ষেই যায়। এরপরও সামেদ আলীর ছেলে পুনরায় জমির দাবি করে আদালতে ১৪৪ ধারা জারির আবেদন করেন। এতে জমিতে থাকা ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ শহিদুল ইসলাম বলেন, ইলিয়াস হোসেনের কাছে তাদের ৫১ শতক জমি পাওনা রয়েছে। এ কারণে তারা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। তার অভিযোগ, ইলিয়াস হোসেন পেশিশক্তি প্রয়োগ করে জমিতে চাষাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আদালত থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, উভয় পক্ষকেই সংশ্লিষ্ট জমিতে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগ ওঠা গাংনীর সেই আলোচিত প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত

ছাত্রীকে ধর্ষন ও অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলোচিত সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ কে চুড়ান্ত বরখাস্ত করেছে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটি।

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশে বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রফেসর ড. মোঃ কামরুজ্জামান গত ২৯ এপ্রিল বরখাস্তের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের চিঠি সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোতে দিয়েছে।

দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকাল (২৪ফেব্রুয়ারি২০২৬)মঙ্গলবার মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদুর রহমানের আদালতে আত্মসমর্থন করে জামিনের আবেদন করে। বিচারক তার জামিন আবেদন নাম মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়।

সেই থেকে এখন পর্যন্ত জেল হাজতে রয়েছে প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আতোয়ার জানান, মামলার আলামত ফরেনসিক প্রতিবেদনের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এছাড়া তদন্ত কার্যক্রম চলছে। তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দেয়া হবে।

এছাড়া প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় সপ্না খাতুন গত ২৪ নভেম্বর সোমবার মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলার আবেদন করেন। বিচারক আলী মাসুদ শেখ আবেদনটি আমলে নিয়ে মামলা নথিভুক্ত করতে গাংনী থানাকে নির্দেশ দিলে গত ২৮ নভেম্বর মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। গাংনী থানার মামলা নং ৩৪।

আদালতের মামলা নম্বর ৩৬৬/২৫।

এদিকে শিক্ষা বোর্ডের বরখাস্তের চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ১৫-০৪-২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির ৮৯তম সভার ৮৯(২) নং আলোচ্যসূচির ১২ (বার) নং ক্রমিকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেহেরপুর জেলার গাংরী উপজেলাধীন এইচ. বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব রাজু আহমেদ-কে চূড়ান্ত বরখাস্তকরণে অনুমতি প্রদানের জন্য আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির সভায় চূড়ান্ত বরখাস্তের আবেদন মঞ্জুর করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সপ্না খাতুন তার মামলার এজাহারে দাবি করেছে, কাজিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে প্রধান শিক্ষক মোঃ রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষন করে। এভাবে ১০/১১/২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন আমাকে স্কুলের অফিস রুম সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষন করতে থাকে।

এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকে দিনের পর দিন।

এই ভাবে আসামী আমার কুষ্টিয়াতে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষন করত।

শেষ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বিয়ের কথা বলে তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোর পূর্বক ধর্ষন করে।

নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা দায়ের করেছি।

মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সপ্নার আত্মীয়-স্বজনরা জানিয়েছেন, বহিস্কৃত প্রধান শিক্ষক রাজু ও তার সহযোগীদের চাপের মুখে রয়েছেন।

বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ জেল হাজাতে থাকার কারনে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

গাংনীতে বিএনপি নেতা জাফরের বিরুদ্ধে দুই গ্রামবাসীর মানববন্ধন

গ্রামবাসীকে হয়রানির অভিযোগ তুলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাফর আকবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

রোববার বিকেলে উপজেলার মাইলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে লক্ষীনারায়ণপুর ধলা ও মাইলমারি গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। মানববন্ধনে বিপুল সংখ্যক নারীর উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুর রউফ মাস্টারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. বাবলু মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন এবং মাইলমারি গ্রামের ইউপি সদস্য কাবের আলীর স্ত্রীসহ অনেকে।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, জাফর আকবর তার প্রভাব খাটিয়ে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছেন। তারা দাবি করেন, তার কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছেন।

এছাড়া বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, তিনি ব্যক্তিস্বার্থে দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছেন এবং অতীতে রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা জাফর আকবরের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে মাদকের ছোবলে ঝুঁকছে তরুণরা, নীরব খেলার মাঠ

এক সময় বিকেল হলেই গাংনী উপজেলার গ্রাম ও পাড়া-মহল্লার খেলার মাঠগুলো শিশু-কিশোরদের কোলাহলে মুখর থাকতো। ফুটবল, ক্রিকেটসহ নানা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতো তরুণরা। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সেই চিত্র এখন অনেকটাই বদলে গেছে। খেলার মাঠগুলোতে নেমে এসেছে নীরবতা, আর তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ সময় কাটাচ্ছে মোবাইল ফোনে গেম খেলে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আগের মতো মাঠে খেলাধুলার দৃশ্য এখন প্রায় নেই বললেই চলে। অধিকাংশ কিশোর-তরুণ দিনের দীর্ঘ সময় ব্যয় করছে মোবাইল স্ক্রিনে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
গাংনী পৌর এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মালেক বলেন, আগে বিকেল হলেই মাঠে ছেলেদের খেলতে দেখা যেত। এখন তারা মোবাইলে বেশি সময় দিচ্ছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মেম্বার জিনারুল ইসলাম বলেন, আমি নিজেও দীর্ঘদিন সুনামের সাথে খেলাধুলা করেছি এবং বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে খেলেছি। সেই সময় খেলাধুলার একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রজন্মকে দেখে আমি সত্যিই অবাক হই। তারা খেলাধুলা থেকে অনেকটাই বিমুখ হয়ে মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে মাদকাসক্তির ঝুঁকিও দিন দিন বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, আমি একজন মেম্বার হিসেবে বলছি, আমার মনে পড়ছে না শেষ কবে কোনো ছেলে আমার কাছে খেলার বল চেয়েছে। তারা তো এখন আর খেলাধুলামুখী নয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের খায়রুল ইসলাম বলেন, আমার ছেলে এখন আর খেলাধুলা করে না। আগের মতো মাঠে যাওয়ার অভ্যাসও নেই।

বর্তমানে তারা মোবাইল ফোনে বেশি ব্যস্ত থাকে। এতে তাদের

শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি হচ্ছে। অবসর সময়ের অপব্যবহারের কারণে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ার ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। এ বিষয়ে এখনই সবাইকে সচেতন হতে হবে।

প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় হাফিজুর রহমান বলেন, এক সময় আশেপাশের ৭-১০ গ্রামের খেলোয়াড়রা একসাথে মাঠে খেলতাম, এখনো অনেকেই আমাদের খেলোয়াড় হিসেবে চেনে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেই সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। খেলাধুলা শরীর-মন ভালো রাখার পাশাপাশি সামাজিকতা ও সম্মানবোধ শেখায়। তাই তরুণদের আবার মাঠমুখী করা জরুরি, যাতে তারা মাদকের মতো ক্ষতিকর পথে না যায়।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুল ইসলাম বলেন, আমাদের সময় মাঠ মানেই ছিল খেলোয়াড়ে ভরা। আমরা নিয়মিত খেলাধুলা করতাম এবং বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সুনামের সঙ্গে খেলতাম। এমনকি ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্তও মাঠে খেলোয়াড়দের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যেত। কিন্তু এখন সেই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এত বড় মাঠেও একজন খেলোয়াড় দেখা যায় না।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রজন্ম খেলাধুলা থেকে দূরে সরে গিয়ে মোবাইল আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে তারা ধীরে ধীরে ভয়াবহভাবে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, যা একটি পুরো প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এতে পরিবার ও সমাজ উভয়ই চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় তরুণ প্রজন্মকে খেলামুখী করতে পারলে মাদকাসক্তির ঝুঁকি কমবে।

শিক্ষক রেজাউর রহমান জানান, খেলাধুলা শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু মোবাইল আসক্তির কারণে তারা সামাজিকতা ও সৃজনশীলতা হারাচ্ছে।

গাড়াবাড়ীয়া ফুটবল একাদশের অধিনায়ক হামিম আহমেদ বলেন, এখন প্র্যাকটিসের জন্য খেলোয়াড় পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে খেলা হলেও অনেকেই মোবাইলে ব্যস্ত থাকে। এর ফলে তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তিও বাড়ছে।

এদিকে সমাজকর্মীদের মতে, খেলাধুলা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় তরুণরা অবসর সময় সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না, যা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মাদকের মতো ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক অভ্যাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তারা মনে করেন, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়। নিয়মিত ক্রীড়া কার্যক্রম আয়োজন, খেলার মাঠ সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণদের সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনা জরুরি।

শিক্ষক ও সমাজসচেতন মহল মনে করছেন, খেলাধুলা থেকে দূরে সরে যাওয়া তরুণদের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। তারা বলছেন, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।